بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২৯ আগস্ট ২০২০

সুইডেনের মাল্‌মো (Malmo)-তে পবিত্র কুরআনে অগ্নিসংযোগের রোমহর্ষক ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানালেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সুইডেনের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা (কার্যনির্বাহী)-র সাথে সভার সময় এ "বিদ্বেষপূর্ণ ঘটনা"-য় নিন্দা জ্ঞাপন করার পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রত্যুত্তর দেয়ার আহ্বান জানালেন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

২৯ আগস্ট ২০২০ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সুইডেনের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা (কার্যনির্বাহী)-র সদস্যগণ ও আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভায় মিলিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে সভার সভাপতিত্ব করেন, আর সুইডিশ ন্যাশনাল আমেলার সদস্যবৃন্দ মাল্‌মো (Malmo)-তে অবস্থিত মাহমুদ মসজিদ কমপ্লেক্স থেকে সভায় যোগদান করেন।

ঘণ্টাব্যাপী সভায় আমেলার সদস্যগণ নিজ নিজ বিভাগ সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করার এবং বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা চাওয়ার সুযোগ লাভ করেন।

ন্যাশনাল সেক্রেটারি তবলীগের সাথে আলোচনাকালে, হুযূর আকদাস এক দিন পূর্বে মাল্‌মো (Malmo)-তে চরম ডানপন্থী উগ্রবাদীদের দ্বারা পবিত্র কুরআনের একটি কপিতে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন।

হুযূর আকদাস এটিও স্পষ্ট করেন যে, মুসলমানদের পক্ষে এমন ভয়াবহ উস্কানিমূলক ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা অবলম্বন করা সঠিক নয়। বরং মুসলমানদের দায়িত্ব মানুষকে পবিত্র কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা, যেন মুসলিম বিরোধী চরমপন্থীরা অপ্রাসঙ্গিকভাবে কুরআনের কোন আয়াত নিয়ে আপত্তি উঠিয়ে ইসলামের অবমাননা করার মাধ্যমে নিজেদের বিদ্বেষপূর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা না করতে পারে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"সত্য এই যে, সুইডেন এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের অধিকাংশ মানুষ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অনবহিত। আর এটি চরমপন্থীদের সুযোগ করে দেয় যে, তারা পবিত্র কুরআনের কোন আয়াতকে অপ্রাসঙ্গিকভাবে উদ্ধৃত করে নিজেদের মিথ্যা প্রোপাগান্ডার জন্য ব্যবহার করে। যে সকল মানুষ এমন বিদ্বেষপূর্ণ ক্রিয়ায় অংশ নেয় তাদের ইসলাম সম্পর্কে অথবা পবিত্র কুরআনে জিহাদের জন্য বেঁধে দেয়া প্রকৃত শর্তাবলী সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই। তারা এ বিষয়টিকে উপেক্ষা করে যে, বাইবেলে এমন আরো অধিক সংখ্যক আয়াত রয়েছে যেগুলোকে অপ্রাসঙ্গিকভাবে উপস্থাপন করে বল প্রয়োগের যথার্থতা সাব্যস্ত করা যায়। যাহোক, এটি আহমদীদের কর্তব্য, তারা যেন ইসলামের প্রকৃত ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষাকে প্রতিটি শহরে-গ্রামে পরিচিত করেন এবং এর উত্তম দৃষ্টান্ত পেশ করেন, যেন মানুষ আমাদের ধর্মের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে।"

ন্যাশনাল আমেলা সদস্যদের সম্বোধন করে হুযূর আকদাস তাদের প্রত্যেককে তাগিদ করেন, তারা যেন তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের হক আদায় করেন এবং সকল সময়ে কুরআনের এ নির্দেশ স্মরণ রাখেন যে, অঙ্গীকার এবং প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করা আমাদের জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব রাখে।

হুযূর আকদাস বলেন যে, জামা'তের ব্যবস্থাপনায় জাতীয়, আঞ্চলিক বা স্থানীয় সকল পর্যায়ে নিয়োজিত মজলিসে আমেলার সদস্যদের সকল বিষয়ে অবশিষ্ট আহমদীদের জন্য এক ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে; আর তাদের কথায় ও কাজে মিল থাকতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, অন্যদের ধর্মের সেবায় উৎসাহিত করতে হলে, ওয়াকফে আরযীর (সীমিত সময়ের জন্য নিজেদেরকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সেবায় উৎসর্গ করার) জন্য মজলিসে আমেলার সদস্যদের স্বেচ্ছায় নিজেদের নাম পেশ করার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে, যে সময় তারা তবলীগের মাধ্যমে ইসলামের বাণী প্রচারের বা আমাদের সদস্যদের পবিত্র কুরআন শেখানোর কাজ করতে পারেন।

হুযূর আকদাস বলেন, এটি অত্যাবশ্যকীয় যে, যতদিন গণসমাগম-জাতীয় অনুষ্ঠানাদি পুনরায় আয়োজন করাটা নিরাপদ হচ্ছে না, ততদিন যেন, অনলাইন অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার প্রচার অব্যাহত থাকে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"কোভিড-১৯ মহামারীর সময়, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত অনলাইন তবলীগের মাধ্যমে ইসলামের বাণী প্রচারের প্রয়াস বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। নিশ্চিতভাবে, আরো অনলাইন অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা উচিত, যেখানে ইসলাম বা আমাদের শিক্ষা সম্পর্কে অন্যান্যদের প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদান করা হয়।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"উপরন্তু, আমাদের অন্যদেরকে সতর্ক করা উচিত যে, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এ মহামারীর ফলে মানবজাতির দৃষ্টি পুনরায় খোদা তা'লার দিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। সমস্ত লক্ষণ এদিকে ইশারা করছে যে, এ মহামারী শেষ হয়ে গেলেও বিশ্বজনীন এক অর্থনৈতিক সংকট বিরাজ করবে, যার ফলস্বরূপ বিভিন্ন দেশের মধ্যে পূর্বাপেক্ষা কঠিন প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিবে। এমন টানাপোড়েন সহজেই অধিকতর অবিচারের পথ খুলে দিতে পারে আর, খোদা না করুন, তা পরিণামে জ্বলে উঠে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সংঘাতে রূপ নিতে পারে।"

সভার শেষাংশে, হুযূর আকদাস মজলিসে আমেলার সদস্যদের স্মরণ করান তারা যেন সততার সাথে ও নিজেদের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার ভীতিকে ধারণ করে তাদের দায়িত্বসমূহ পালন করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সকল পদাধিকারীর নিজ দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা উচিত এবং খলীফাতুল মসীহ্-র দিক-নির্দেশনার উপর আমল করা উচিত। যদি আপনারা আন্তরিকতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও বিনয়ের সাথে কাজ করেন, তবে নিশ্চিতভাবে তা সফলতা ও উন্নতি বয়ে নিয়ে আসবে। কিন্তু, যদি পদাধিকারী হওয়া কেবল সম্মানের আসন অর্জন করার জন্য হয়ে থাকে, আর আপনারা বিনয়ের সাথে কাজ করতে বা অন্যের সাথে সহযোগিতা করতে অসম্মত হন, তবে আপনারা কেবল ক্ষতির কারণ হবেন। আপনারা অন্য মানুষকে ধোঁকা দিতে পারেন, কিন্তু কখনো আল্লাহ্ তা'লাকে ধোঁকা দিতে পারবেন না, আর তাই সর্বদা স্মরণ রাখুন যে তিনি আমাদের প্রতিটি কর্মকে দেখছেন। সুতরাং, তাঁর খাতিরে নিজের সকল সক্ষমতা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগানোর প্রয়াস নিন। আমি দোয়া করি যে আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের হাফেয (রক্ষাকারী) ও হাদী (পথপ্রদর্শক) হন। আমীন।"